

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নম্বরঃ ১১৮৯

১/ বিবিধ

আরবী

جزى الله عز وجل العنكبوت عنا خيرا، فإنها نسجت عليّ وعليك يا أبا بكر في الغار،
حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إلينا
منكر

رواه الديلمي في "مسند الفردوس": نا والدي وقال: أنا أحبها منذ سمعت شيخي
أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المراغي والمطهر بن محمد بن جعفر البيع بأصبهان
قالا: إنا نحبها منذ سمعنا من أبي سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان قال
أنا أحبها منذ سمعت من أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن جعفر الصوفي قال
أنا أحبها منذ سمعت من أبي بكر محمد بن محمود الفارسي الزاهد ببلخ قال: أنا
أحبها منذ سمعت أبا سهل ميمون بن محمد بن يونس الفقيه قال: أنا أحبها منذ
سمعت

من عبد الله بن موسى السلامي قال: أنا أحبها منذ سمعت من إبراهيم بن محمد قال
: أنا أحبها منذ سمعت من أحمد بن العباس الحصري قال: أنا أحبها منذ سمعت من
عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: أنا أحبها منذ سمعت ابن عون قال: أنا أحبها
منذ سمعت من محمد بن سيرين قال: أنا أحبها منذ سمعت من أبي هريرة قال: أنا
أحبها منذ سمعت من أبي بكر الصديق يقول: لا أزال أحب العنكبوت منذ رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها وقال: فذكره. قال الديلمي: وأنا أحبها
منذ سمعت والدي يقول هذا الحديث.

قلت: أما أنا فلا أحبها ولا أبغضها لعدم ثبوت الحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر إن لم يكن موضوعاً، وإن سكت عليه السيوطي في "الجامع الكبير" (3/146/1 - 2) ، لأن عبد الله بن موسى السلامي ترجمه الخطيب (10/148 - 149) وقال في رواياته غرائب ومناكير وعجائب ثم روى عن أبي سعد الإدريسي الحافظ أنه قال "كان صحيح السماع إلا أنه كتب عن دج ودرج من المجهولين وأصحاب الزوايا قال: وكان أبو عبد الله بن منده سيئ الرأي فيه، وما أراه كان يتعمد الكذب في فضله وقال الذهبي روى حديثاً ما له أصل، سلسله بالشعراء، منهم الفرزدق قلت: والحديث المشار إليه رواه الخطيب (3/98 - 99) وشيخه إبراهيم بن محمد لم أعرفه، ولعله من شيوخه المجهولين الذين أشار إليهم الخطيب فيما تقدم وفي من دونه جماعة لم أعرفهم واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكن من ذلك على علم. وقد مضى منها ثلاثة أحاديث (ص 259 - 263)

বাংলা

১১৮৯। আল্লাহ্ তা'আলা মাকড়সাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। কারণ, হে আবু বকর! সে গর্তে (গর্তের মুখে) আমার ও তোমার উপরে জাল বুনেছে। ফলে মুশরিকরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি এবং আমাদের নিকট পৌঁছতেও পারে নি।

হাদীসটি মুনকার।

হাদিসটি দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার শাইখ থেকে হাদীসটি শুনে বলেনঃ আমি মাকড়সাকে ভালবাসি যখন থেকে হাদীসটি আমার শাইখ থেকে শুনেছি।

তাই আমি (আলবানী) বলছিঃ আমি মাকড়সাকে ভালবাসি না, আবার অপছন্দও করি না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসটি সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে। বরং হাদীসটি যদি বানোয়াট নাও হয় তবুও হাদীসটি মুনকার। যদিও ইমাম সুয়ূতী "আল-জামেউস সাগীর" গ্রন্থে চুপ থেকেছেন।

কারণ, হাদীসটির এক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মূসা সুলামীর জীবনী আলোচনা করে খাতীব বাগদাদী (১০/১৪৮-১৪৯) বলেনঃ তার বর্ণনাগুলোর মধ্যে গারীব, মুনকার ও আজব ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

অতঃপর তিনি আবু সা'দ ইদরীসী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ তার শ্রবণ সঠিকই ছিল কিন্তু তিনি মাজহুল (অপরিচিত) এবং সূফীদের থেকে লিখেছেন। তিনি আরো বলেনঃ তার সম্পর্কে আবু আদিল্লাহ ইবনু মান্দা মন্দ মন্তব্য করেছেন।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যার ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটিকে খাতীব বাগদাদী (৩/৯৮-৯৯) উল্লেখ করেছেন। তার শাইখ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনি তার অপরিচিত (মাজহুল) শাইখদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দিকে খাতীব বাগদাদী ইঙ্গিত করেছেন।

তার নিচের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একটি দল রয়েছে আমি তাদেরকে চিনি না।

জেনে রাখুন! গর্তের মাকড়সা এবং দুটি কবুতর সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই সহীহ নয়। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন বই ও বক্তব্যের মাঝে বেশী বেশী করে তা বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদিসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link?id=72068>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন